হে মহারাজ! যেখানে যেখানে শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর ভক্তগণের কথা কীর্ত্তিত হয়—সুতবৎসলা গাভী যেমন বৎসের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, শ্রীহরিও সেইরূপ সেখানে সেখানে ধাবিত হয়েন। বিষ্ণুধর্ম্মে এবং স্কন্ধপুরাণেও ভগবদ্ভক্তিতে দেখা যায়—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

যে জন আমার কথা নিত্য বলে, যে জন আমার কথা শ্রবণে রতিযুক্ত এবং আমার কথাতেও সন্তুষ্টচিত্ত, আমি সেই মানুষকে কখনও ত্যাগ করি না। মূল শ্লোকে "যদুত্তমঃশ্লোকযশোহনুগীয়তে"; এইস্থলে—"অনুগীয়তে" পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে—যদি সুকণ্ঠ হয়, তবে গান করাই কর্ত্তব্য। গানই শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে প্রশস্ত। এইপ্রকার নামরূপ প্রভৃতিরও শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে গানের প্রাশস্ত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র ১১।২।৩৭ শ্লোকে কবি যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন—"যে জন শ্রীহরিনাম গান করে এবং যে শব্দদ্বারা হরিকেই বুঝায়—এমন অপভ্রংশ ভাষায় নিবদ্ধ শব্দ গান করে, সে জন ক্রমশঃ ক্রমশঃ লোকাপেক্ষাও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া বিচরণ করে।" এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া এখানে সংক্ষেপে অর্থ করা হইল। ১০।৬৯।৪৫ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন—"হে রাজন্! এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ কর্ত্তৃত্বের হেতু ভগবান্ শ্রীহরি যে সকল অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন, যে জন সেই কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ লীলা আবেশপূর্ব্বক গান করে, শ্রবণ করে এবং অনুমোদন করে, তাহার মুক্তিপ্রদ শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।" গান করিবার শক্তি না হইলে, নিজ হইতে উৎকৃষ্ট কোন লোক পাইলে তাহার নিকট গান শ্রবণ করিবে। গানে আসক্তি না থাকিলে, তাহা অনুমোদন করিলেও ভগবৎচরণারবিন্দে ভক্তিলাভ হইবে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণুর উক্তিতে পাওয়া যায়—গানবিদ্যায় অভিমুখচিত্ত যদি (ভৈরবাদি) রাগে আকৃষ্ট হয়, তবে আমাতে মতি রাখিয়া আমার লীলাকথা গান করিবে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে—অনেকে গান করিতে গিয়া নিজের 'বাহাদুরি' দেখায়, তাহাতে শ্রীভগবানের সন্তোষ অথবা নিজের আস্বাদন হয় না। তাই বলিলেন—'আমাতেই চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ আমি নিজ প্রাণবল্লভের গান করিতেছি'—এইভাবেই গান করা কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—